যুগান্তর

তারিখ 05 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

৪৪ Report

বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হলে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই পাবে না

এনসিটিবি থেকে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে চিঠি

ইউসুফ আলী

প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থাগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরের বই পাবে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। এজন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) থেকে জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে চিঠিও দেয়া হয়েছে। তবে ইবতেদায়ি স্তরের বই ছাপানোর কার্যাদেশ (ওয়ার্ক অর্ডার) এক মাস বিলম্বের পর গত সপ্তাহে দেয়া হয়েছে। যে কারণে ইবতেদায়ি স্তরের এক কোটি ৮৬ লাখ কপি বই নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য মোট ৬ কোটি ১ লাখ বই ছাপানো হচ্ছে, যা গত বছরের চেয়ে এক কোটি ৮ লাখ কপি কম।

এনসিটিবি'র সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ মছির উদ্দিন আশা প্রকাশ করে যুগান্তরকে বলেন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হয়েছে। কাজের গতি ঠিক থাকলে বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছানো সম্ভব হবে। প্রথম কিস্তির বই ইতিমধ্যে ছাপানো শুরু হয়েছে। প্রেস মালিকদের বই ছাপানোর সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যেই সব বই ছাপানো শেষে সংশ্লিষ্ট জেলায় পাঠিয়ে দেয়া হবে।

এনসিটিবি সূত্র জানায়, ২০০৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্তরের জন্য মোট ৬ কোটি ১ লাখ বই ছাপানো হচ্ছে। ২৪০টি লটে ভাগ করে এসব বই ছাপানো হবে। এর মধ্যে ২শ' লটে প্রাথমিক স্তরের জন্য ৪ কোটি ১৫ লাখ এবং ৪০টি লটে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্তরের জন্য ১ কোটি ৮৬ লাখ। তবে প্রাথমিক স্তরের ২শ' লটের মধ্যে ২২ লটের জন্য পুনঃটেন্ডার আহ্বান করায় কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব হয়েছে। আর ইবতেদায়ি মাদ্রাসা স্তরের বই ছাপানোর কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে। ফলে আগামী তিন মাসে ইবতেদায়ি স্তরের বই ছাপানো এবং শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানো নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েই গেছে। আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের জন্য এক কোটিরও বেশি বই কম ছাপানো হচ্ছে। গত শিক্ষাবর্ষের জন্য এ সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ২৩ লাখ।

সূত্র আরও জানায়, প্রেস মালিকরা নির্দিষ্ট সময়ে বই জমা দিতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য এনসিটিবি'র কাছে দাবি জানান। দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এনসিটিবি গত মাসে প্রেস রয়েছে এমন এলাকার নাম উল্লেখ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়। চিঠিতে পুরনো ঢাকার বাংলাবাজার, গেণ্ডারিয়া, পাবে না : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

পাবে না : পাঠ্যবই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ইসলামপুর, সূত্রাপুরসহ প্রেস রয়েছে এমন এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুরোধ জানানো হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা অনেকটা কম। কেননা বিগত বছরগুলোতে এ সময়ে বাধাইকারক, প্রেস মালিকরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে থাকেন। কিন্তু এবার আন্দোলনের কোন সুযোগ না থাকায় নির্দিষ্ট সময়েই বই ছাপানোর কাজ শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

এনসিটিবি'র সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) প্রফেসর ফারুক আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, কার্যাদেশ অনুযায়ী বই ছাপানোর কাজ চললে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রাথমিক স্তরে বইয়ের সংখ্যা কম সম্পর্কে বলেন, বইয়ের চাহিদা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতর থেকে পাঠানো হয়। তাদের চাহিদা অনুযায়ী এনসিটিবি বই ছাপায়। গত বছরের বই উদ্বৃত্ত থাকার কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য চাহিদা কম জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রফিকুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে বই দেয়ার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে এনসিটিবি'র কাছে সপ্তাহের সব কদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ বেশকিছু দাবি জানানো হয়েছে। এনসিটিবি থেকে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই ছাপানোর কাজ শেষ করতে সমস্যা হবে না।

এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান জানান, সপ্তাহের সব কদিন বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। প্রেস মালিকরা দাবি জানিয়েছেন। বোর্ডের সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

প্রফেসর ড. মোঃ মছির উদ্দিন এনসিটিবির নতুন চেয়ারম্যান

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে প্রফেসর ড. মোঃ মছির উদ্দিনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে ২৮ আগষ্ট তিনি এনসিটিবির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজে যোগদান করেন। প্রফেসর মছির উদ্দিন ১৯৮০ সালে টাঙ্গাইলের নির্মাণপুর ক্যাডেট কলেজে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি একই জেলার সরকারি করটিয়া সাদাত কলেজে যোগদান করেন। এরপর ঢাকা কলেজে পাঁচ বছর এবং সর্বশেষ বগুড়ার সরকারি আযিযুল হক কলেজে দীর্ঘ সাড়ে আট বছর ধরে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।